যুগান্তর

তারিখ 10 MAY 2008
পৃঃ ২৫ কলাম ৭

মতবিনিময় সভায় বক্তারা

শিক্ষা বাণিজ্যিকীকরণকে আইনি ভিত্তি দিতে সরকার আমব্রেলা অ্যাক্ট প্রণয়ন করছে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা শীর্ষক মতবিনিময় সভায় বক্তারা বলেছেন, শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের নীতির আইনগত ভিত্তি তৈরি করতে সরকার আমব্রেলা অ্যাক্ট প্রণয়ন করছে। এর মূল লক্ষ্য হল স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। বিশ্বব্যাংকের এজেন্ডা অনুযায়ী মঞ্জুরি কমিশনের মাধ্যমে এই কৌশলপত্র প্রণয়ন করছে। এ ধরনের নীতিমালা সমর্থনযোগ্য নয়। শিক্ষকরা প্রয়োজনে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ রোধে তারা 'কোড অব কন্ডাক্ট' তৈরির দাবি জানান।

শুক্রবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনের কনফারেন্স রুমে শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় তারা একথা বলেন। সভায় লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান কামাল।

অধ্যাপক অজয় রায়ের সভাপতিত্বে সভায় বক্তৃতা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আকমল হোসেন, সহকারী অধ্যাপক তানজিম উদ্দিন খান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া, অধ্যাপক আমিন হোসেন, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবিদুর রেজা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মঈনুল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রেজাউল করিম বন্দকার, শিক্ষাবার্তার সম্পাদক এএন রাশিদা রেশম প্রমুখ।

অধ্যাপক অজয় রায় বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগে '৭৩-এর অধ্যাদেশের জন্য সরকার আচার্যের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে হস্তক্ষেপ করে থাকে। এতে করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিভিন্ন শিক্ষক প্রতিনিধিত্বশীল কমিটিতে দলীয় শিক্ষকরা নিয়োগ পান। তাই অধ্যাদেশের এসব ধারার সংশোধন আনা প্রয়োজন। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন আদায়ের জন্য দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফসল '৭৩-এর অধ্যাদেশ। এর সংশোধনের দাবিতে প্রয়োজনে তারা বিভাগ ও জেলায় আন্দোলন গড়ে তুলবেন।

তিনি বলেন, আমব্রেলা অ্যাক্টে সরকারকে মঞ্জুরি কমিশনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দিয়েছে। শিক্ষকরা যে এটা পছন্দ করছেন না, সরকারকে তা বুঝতে হবে।

অধ্যাপক আকমল হোসেন বলেন, শিক্ষকদের ব্যাপারে পাঠদানে অনীহা, গবেষণার জন্য বিদেশ গিয়ে না ফেরা, বিনা ছুটিতে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করার অভিযোগের জন্য শিক্ষকরাই দায়ী। নিজেদের দুর্বলতার কারণে প্রতিপক্ষকে নানা কথা বলার সুযোগ করে দিচ্ছেন। তিনি বলেন, শিক্ষকদের ভেতর একটি অশুভ চর্চা রয়েছে যা তাদের এ পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, শিক্ষকদের মধ্যে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে সক্রিয় থাকেন, তারা যখন উপাচার্য হন তখন নিজেদের বদলে তারাও প্রতিষ্ঠানের অংশ হয়ে যান। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে ও বাইরে বিভিন্ন পদের জন্য উৎসুক ব্যক্তিরাই স্বায়ত্তশাসনের প্রতিপক্ষ হয়ে যান। শিক্ষকরা যে ধরনের রাজনীতি করেন তার পরিবর্তন হওয়া দরকার। তাই '৭৩-এর অধ্যাদেশ বাতিল না করে এর কিছু ধারার সংশোধন করা প্রয়োজন। এজন্য আমব্রেলা অ্যাক্টের কোন প্রয়োজন নেই।

অধ্যাপক মঈনুল ইসলাম বলেন, আমব্রেলা অ্যাক্টের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী বানানোর চেষ্টা চলছে। '৭৩-এর অধ্যাদেশের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগে যে প্রক্রিয়া রয়েছে তা সংশোধন করতে হবে। এজন্য প্রবীণ ও বিচক্ষণ শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করে এ অধ্যাদেশের যুগোপযোগী সংস্কার প্রয়োজন। তিনি বলেন, উপাচার্য '৭৩-এর অধ্যাদেশের মাধ্যমে দলীয় শিক্ষক নিয়োগদানের সুযোগ পেয়েছেন। তাই এর সংশোধনের দাবি জানান।

অধ্যাপক আবিদুর রেজা বলেন, সামাজিক অবস্থা থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আলাদা করার সুযোগ নেই। রাষ্ট্রের সঙ্গে এসব প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করতে পারলেই এর সমাধান সম্ভব হবে।